International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)
ISSN: 2528-9810
Vol. 6 Issue 7, July - 2021

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক সম্প্রীতিঃ বর্তমান সমাজ

Family Bonding in the light of Islam: Present Society

1. ড. আবু নছর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
Dr. Abu Nasar Mohammad Abdul Mabood
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ|
ই-মেইলঃ mabood72cu@gmail.com

2. ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন ভূঞা
Dr. Mohammad Joshim Uddin Bhuyian
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ|
ই-মেইলঃ dr.jasimcu78@gmail.com

প্রতিপাদ্যসার:
বর্তমান ঝঞ্চা-বিক্ষুব্ধ অশান্ত পৃথিবীর বিপর্যস্ত পারিবারিক সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের সম্প্রীতিবান্ধব পরিবার গঠনের মূলনীতিসমূহের বাস্তবায়ন সময়ের অপরিহার্য দাবী। বর্তমান সমাজে হতাশা, বিশৃংখলা, অশান্তি, স্বার্থপরতা, বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এবং ভোগবাদী মানসিকতার উম্মত্ততার মোকাবেলায় ইসলাম প্রদর্শিত পারিবারিক সম্প্রীতির মূলনীতিসমূহ বক্ষমান প্রন্ধের আলোচ্য বিষয়। বক্ষমান নিবন্ধে এ বিষয়টি প্রমাণ করার প্রয়াস থাকবে যে, ইসলামের পারিবারিক সম্প্রীতির শিক্ষাই চলমান সমাজের পারিবারিক অশান্তি নির্মূলের একমাত্র পথ।

Abstract:
It is the essencial demand of time to establish the principles of Islamic family bonding to reestablish the broken family bonding in the unrest and unpeacefull world in present time. The article has been focused the principles of Islamic family bonding are confronted depressed, unrest, unpeaceful, selfishness, earthly earning competition, conflict and opponency, business of consumerist mentality in present society. So, in this article, the subject will have been proved that the principles of Islamic bonding are only the way to eradicate the running family conflict in the society.

***বিষয়সূচক শব্দ**: সমাজ, পরিবার, মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্প্রীতি, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্প্রীতি, স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের পরিবারের সাথে সম্প্রীতি, ভাই-বোনের পারস্পরিক সম্প্রীতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্প্রীতি, পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্প্রীতি, ইসলামি সমাজ ও পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক সম্প্রীতি।*

ভূমিকা

বিশ্বে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন পরিবার ও সমাজ হয় সুন্দর ও মনোরম তথা পরিবার ও সমাজের মানুষ হবে সুন্দর ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। আর পরিবার ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে সমাজে বসবাসকারী মানুষকে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া বাঞ্চনীয়। এর জন্য ভাল আচার-ব্যবহারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। প্রত্যেক যুগে, সকল নবি-রাসুল ও তাঁদের উত্তরসুরী উলামা-ই-কিরাম এ দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ)সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম(তাঁর আবির্ভাবের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق আমি তো প্রেরিত হয়েছি উন্নত চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য"(আত্ ত্বারানি, হা.-১২৫; মুসনাদু আল-শিহাব, হা.-১০৮০)। মহান আল্লাহ্ তাঁকে সারা বিশ্বের চরিত্র শিক্ষাদাতাদের উপর বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেন। উত্তম চরিত্রের এক মহীয়ান আদর্শরূপে বিশ্ববাসীর পথ নির্দেশক হিসেবে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। এর প্রত্যয়ণে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (সূরা ক্বালাম: ৪)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকাকে (রা.) রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবহ শব্দে উত্তর দিলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ তাঁর চরিত্র ছিল আল্-কুরআন"(মুসনাদু আহমদ, হা.-২৪১৩৯)। প্রকৃত অবস্থা হল, কুর'আনে বর্ণিত উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার আদর্শিক চিত্র সম্পুর্ণরূপে তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন কুর'আনী চরিত্রমালার জীবন্ত প্রতীক। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রচারিত পারিবারিক সম্প্রীতির যে দর্শন তা অনুসরণের মাধ্যমে একজন মানুষ কুরআন-সুন্নাহর আলোয় আলোকিত সুন্দর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী

হতে পারে। এ সকল আলোকিত মানুষের জন্য হাশরের ময়দানে কঠিন পরীক্ষার সময় মিলবে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর শাফাআত। যা সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য অপরিহার্য্য। এ দর্শন অনুসরণের মাঝেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা। মানুষের হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লা। সুতরাং যারা কুরআন-সুন্নাহ্র আলোর পথে আসবে বুঝতে হবে তাদের উপর আল্লাহ্র হেদায়াত নাযিল হয়েছে। তারা আল্লাহ্ তাআ'লা প্রদত্ত আলোর পথেই রয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ "আল্লাহ্ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে" (সূরা যুমার : ২২)। আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কুর'আন-সুন্নাহ্ নির্দেশিত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে ইসলামের অমীয় বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষকে শুদ্ধ আচরণ, উন্নত চরিত্র ও শুদ্ধ ধর্মাচরণ শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বিশ্ব জয় করেছিলেন। কেননা সে সময় আরব অঞ্চলে এ সবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্পষ্টত কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছিল বিশ্ববাসীর হিদায়তবর্তিকাস¦রূপ । আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস¦রূপ । বক্ষমান নিবন্ধে বর্তমান সমাজ ও পারিবারিক সম্প্রীতি বিষয়ক যে আলোচনা তার মূলে যাওয়ার পূর্বে সমাজ ও পরিবারের ধারণা নেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নি¤েœ তা আলোকপাত করা হলো।

সমাজ

সমাজ ও পরিবার একে অপরের পরিপূরক। সমাজ কী ও কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে সমাজ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।সমাজ বিজ্ঞানী টমাস অ্যাকুইনাস বলেন, Society is a stable moral union of national beings co-operating to a common end. "সমাজ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের একটি স্থায়ী নৈতিক সম্মেলন, যারা একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।"(সেনগুপ্ত, ১৯৮৬: ৪০)। এফ.এইচ. গিডিংস সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, Society is a number of like-minded individuals, who know and enjoy their like-mindedness and are therefore able to work together for common ends. "সমাজ হল একই মনোভাবসম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তি যারা তাদের একই মনোভাবের কথা জানে এবং উপভোগ করে, সেই কারণে সমজাতীয় লক্ষ্যের জন্য সমবেতভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়" (ইসলাম, ২০০৫: ৪৮-৪৯) ।

সমাজবিজ্ঞানী Edward Westermarck বলেন, "সমাজ হচ্ছে একদল মানুষের সমষ্টি, যারা পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবন যাপন করে"(রহমান, ২০০৭: ৩৫-৩৬)। ব্যাপক অর্থে সমাজ হলো গোটা মানবজাতি। তাই তো সমাজ বিজ্ঞানী Mack & Young বলেছেন, "সমাজ হচ্ছে বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী, যাদের মধ্যে একই ধরনের অভ্যাস, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান, যারা কোন নির্দিষ্ট ভূখ-ে বাস করে এবং নিজেদেরকে একটি অভিন্ন সামাজিক সত্তা হিসেবে গণ্য করে"(খলিল, ২০১১: ১৪)।

আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানী রবার্ট কে মার্টন বলেন, "কোন মানবগোষ্ঠী যখন সমজাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একই আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মাধ্যমে চালিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট কতকগুলো আদর্শ ও মূল্যবোধকে অনুসরণ করে তখন তাকে সমাজ বলা হয়।"

উপরোক্ত সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাবনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ হচ্ছে এমন এক জনগোষ্ঠী যারা একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা-রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবন প্রণালীতে অভ্যস্ত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে। এক কথায়, সমাজ বলতে একই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সামাজিক জীবন ও কার্যাবলী সম্পাদনের কতকগুলো ব্যক্তির সঙ্ঘবদ্ধ বসবাসকে বুঝায়। কার্যত সামাজিক সম্পর্কই সমাজের ভিত্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বিশ্বের মুসলমানগণ একই ঐতিহ্য, প্রথা-রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, হালাল খাদ্যাভ্যাস এবং জীবন প্রণালীতে অভ্যস্ত। সুতরাং বিশ্বের মুসলমানদের বিশ্ব মুসলিম সমাজ আখ্যায়িত করা যায়। ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ সর্বজনীন। সমাজের সকল স্তরের ও সকল ধর্মের মানুষের জন্য শান্তির বার্তা বাহক।

পরিবার

মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, "চাচা-চাচী, দাদা-দাদী নিয়েই যৌথ পরিবার। আর মা-বাবা ও ভাই-বোন নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার। আল-ফিকহুল মানহাজী গ্রন্থে ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের নিয়ে গঠিত জনসমষ্টিকে পরিবার বলে(আল খিন ও আল বুগা, ১৯৯৬: ১৬)। পরিবার হল সমাজের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং পরিবারের সম্প্রীতিই সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক সম্প্রীতি নির্ভর করে পরিবারের সদস্য মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেন, "আপনার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদওে মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদেও সাথে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বল" (আল কুর'আন, ১৭: ২৩)। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে যৌথ পরিবারই প্রকৃত সম্প্রীতিবান্ধব সুন্দর ও সুখী পরিবার। উপরোক্ত সমাজ ও পরিবিার সম্পর্কিত ধারণা থেকে এবার আমরা ইসলামের আলোকে পারিবারিক সম্প্রীতিবান্ধব সুন্দর সমাজ গঠনের নির্দেশনাগুলো জানতে পারি।

মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্প্রীতি

ইসলামের দৃষ্টিতে মা-বাবার সাথে সন্তানের বন্ধন পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষায় গুরূত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। পৃথিবীতে সন্তানের অস্তিত্ব লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মা-বাবা। তাঁদের মত আপনজন এ পৃথিবীতে বিরল। সন্তানের প্রতি তাঁদের প্রেম-ভালবাসা পৃথিবীর কোন প্রেম-ভালবাসার সাথে তুলনীয় নয়। তাঁদের প্রতি সদাচরণ ও সম্প্রীতি প্রদর্শন সন্তানের জন্য মানবিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। মা-বাবার আজ্ঞাবহ থাকা এবং তাঁদের সেবায় নিয়োজিত থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের ওপর ফরয দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا "এবং আপনার রব নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো, আর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। তাঁদের একজন কিংবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদেরকে 'উহ' শব্দটি (মা-বাবার প্রতি বিরক্তি প্রকাশক শব্দ) পর্যন্ত বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না বরং তাঁদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৩)। যেখানে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ্ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁদেরকে সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে তাঁদেরকে বৃদ্ধ বয়সে সেবা না করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া চরম অমানবিক আচরণ। ইদানিং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বৃদ্ধাবস্থায় অনেক মা-বাবাকে সন্তানরা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে চলে। এতে বস্তুগতভাবে উন্নত পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে পারিবারিক সম্প্রীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ইসলামে শিরকের আনুগত্য ছাড়া দুনিয়ার সকল বৈধ ক্ষেত্রে মা-বাবার আনুগত্য করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا "পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সমকক্ষ নিরূপনে জবরদস্তি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে"। (সূরা লুকমান, ৩১:১৫)। এক সময় এই বৃদ্ধ পিতামাতাই তাঁদের জীবনের সকল সময়, ধন-সম্পদ বিনিয়োগ করেছিলেন সন্তানের জন্য। নিজের জন্য কিছুই রাখেননি। বর্তমান সমাজে তাঁরা বৃদ্ধ বয়সে নিঃস্ব, অসহায় এবং পরিবারের জন্য বোঝা। এভাবে বৃদ্ধরা অসহায়, নিঃস্ব ও বোঝা হয়ে উঠাটা একটি সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজের জন্য কাম্য নয়। মুসলিম সমাজে বৃদ্ধ পিতামাতার দেখাশোনা করার সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে এবং সকল মানুষের সাথে উত্তম ভাষায় কথা বলার সামাজিক দায়ভার সন্তানের ওপরই বর্তায়। যা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানের ওপর বাধ্যতামূলক। এ সম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "আর তোমরা উত্তম ব্যবহার কর

পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে এবং সকল মানুষের সাথে উত্তম ভাষায় কথা বল"(আল্-কুর'আন, ২: ৮৩)। আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লম) বলেন, هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ "তোমার মা-বাবা তোমার জান্নাত, তোমার মা-বাবাই তোমার জাহান্নাম"(ইবনে মাজাহ: ৩৬৫২)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তাদের (মা-বাবার) সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও" (আল্ কুর'আন, ১৭:২৪)। এ থেকে বুঝা যায় যে, মা-বাবার খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা যায় এবং মা-বাবার অবাধ্যতার বা নাফরমানীর কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর মা-বাবার অবাধ্যতার বা নাফরমানীর শাস্তি আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়াতেও দিবেন, আখিরাতেও দিবেন।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্প্রীতি

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষনা করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ" (সূরা বাকারা: ১৮৭)। স্বামী যেমন স্ত্রীকে অবৈধ জৈবিক চাহিদা মিটানো থেকে রক্ষা করে তেমনিভাবে স্ত্রীও স্বামীকে অবৈধ যৌনাচার থেকে রক্ষা করে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর উভয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করবে। উভয়ের মাঝে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভালবাসার মিলবন্ধন একটি সুখী ও সুশৃংখল পরিবার সৃষ্টি করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً "আর তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা-সম্প্রীতি ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন" (সূরা রূম: ২১)। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেরূপ ভালবাসা সৃষ্টি হয় পৃথিবীর অন্য কোন দুই ব্যক্তির মাঝে অনুরূপ ভালবাসা সৃষ্টি হয় না। এটি আল্লাহ্র অশেষ নেয়ামত। যা ফুরিয়ে যায় না, আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। স্বামী নিজ স্ত্রীকে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ দান করে থাকে। অনুরূপ স্ত্রীও নিজের সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্বামীর সেবা ও তার সন্তান-সন্ততির যত্ন এবং পরিবারের সদস্যদের জন্যে রান্না-বান্নার আয়োজন করে থাকে। মানুষ এই শান্তি ও গভীর প্রেম-ভালবাসা সেই দাম্পত্যের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে যার সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। স্বামী-স্ত্রীর এই পারস্পরিক ভালবাসা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য এমনকি সারা জীবনের শান্তির জন্য অতীব প্রয়োজন। আমরা ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করে পরিবারের সকল সদস্য পরস্পরকে আজীবন সম্মান করব ও ভালবাসব। পাশ্চাত্য জগতের মত একদিনের জন্য সম্মান ও ভালবাসা নির্দিষ্ট করব না। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ্)সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম(বলেন, الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ"দুনিয়ার সবকিছুই সম্পদ, তবে দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হল নেক্কার স্ত্রী" (সহীহ মুসলিম: ২৬৬৮)। একজন নেক্কার স্ত্রীই পারে স্বামীর সম্মান রক্ষা ও আনুগত্যের মাধ্যমে পরিবারে জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টি করতে। কারণ স্বামীর সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। যে নারী স্বামীকে পরিতুষ্ট করতে সক্ষম সে নারী আল্লাহ্র রহমত প্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ ্)সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লম(বলেন, يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ "হে সম্মানিত মহিলাগণ, তোমরা সাদকা কর। কেননা আমি জাহান্নামে তোমাদের আধিক্য দেখেছি। উপস্থিত মহিলাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্)সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম(এর কারণ কী? তিনি উত্তরে বললেন, তোমরা পরস্পরকে বেশি বেশি লা'নাত দাও এবং স্বামীর নাফরমানী কর ...(বুখারী: ২৯৩)। তাহলে আমাদের একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, স্বামীর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির মাধ্যমেই মুসলিম নারী সমাজের জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি অর্জিত হবে। অনুরূপভাবে মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি নিজেদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে।। এই জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে মুক্তির শিক্ষা বা দীক্ষা মানুষকে মুক্তির পথ দেখায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথের পথিক বানায়। সুতরাং এই দর্শনের আন্তরিক অনুসরণ ও আমলের মাধ্যমে যারা নিজেদের জীবনকে সজ্জিত করবে তারাই হাশরের কঠিন সময়ে আল্লাহ্র রাসূলের শাফাআত লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি বজায় থাকলে তার ফল ভোগ করবে সন্তানেরা।

কেননা, এ পরিবেশে সন্তানরা আদর্শ ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। আরব বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যাক্তিত্ব শায়খ ড. সালাহ আল্-বুদাইর এর পরামর্শ মতে, সন্তানের ভালো চাইতে গেলে স্বামী-স্ত্রীকে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার নীতি মেনে চলা আবশ্যক। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যায়, অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন পারিবারিক জীবনের পরতে পরতে অশান্তি ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করে। স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় নরম ও কোমল ভাষা ব্যবহার করা, বাজে-নোংরা-নিকৃষ্ট ভাষা পরিহার করা, তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করা এবং তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার মাধ্যমে পরিবারে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়। একইভাবে স্ত্রীকেও স্বামীর সাথে সদাচরণ করতে হবে। পারিবারিক সম্প্রীতি, সন্তানদের আচরণগত শিষ্টাচার শিক্ষা ও সংসারের সুখ চাইলে স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীকে সুখী করা। সন্তানের সম্মুখে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণ শ্রদ্ধাপূর্ণ হতে হবে(চৌধুরী, ২০১৭:৭৭)। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. . . "যদি আমি (আল্লাহ্ ছাড়া) কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার..."(ইবনু মাজাহ: ১৮৪২)। সুতরাং এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন স্ত্রীর তার স্বামীর প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানবোধ থাকতে হবে। পক্ষান্তরে স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি সম্মানবোধ থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে সম্মানবোধ জাগ্রত থাকলে সন্তানদেরও মা-বাবার প্রতি সম্মান শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "এবং তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদাচরণ কর"(সূরা নিসা: ১৯)।

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের পরিবারের সাথে সম্প্রীতি

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে দু'টি পরিবারের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের পরিবারের সদস্যদের খোঁজ-খবর ও আদর-সম্মান বজায় রাখলে পারিবারিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় হবে। স্বামী তার স্ত্রীর পিতা-মাতাকে আপন পিতা-মাতার মর্যাদা দেবে, স্ত্রীর ভাই-বোনের সাথে আপন ভাই-বোনের মত সদাচরণ করবে, তেমনি স্ত্রীও স্বামীর আপনজনদেরকে নিজের আপনজন মনে করবে এবং তাঁদের সাথে সদাচরণ করবে। এমনিভাবে একটি সম্প্রীতিবান্ধব সুন্দর পরিবার গড়ে উঠবে (ইউসুফ আলী, ২০১৬: ১১০-১২০)। সুতরাং পারিবারিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পরস্পরের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি উভয়কেই সদয় ও সম্প্রীতির ভাব বজায় রাখতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।

পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্প্রীতি

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও আদর্শ সন্তানের চরিত্র। অধিকন্তু, সৎ মা-বাবাকেও আপন পিতা-মাতার সম মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় পূণ্যেও কাজ"(সহীহ মুসলিম: ৬৬৭৭-৬৬৭৯)। এক ব্যক্তি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের খেদমতের আর কিছু কি বাকী আছে? যা করে আমি তাঁদের সেবা করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, চারটি কর্ম। ১. তাঁদের উভয়ের জন্য দোয়া করা ও ক্ষমা চাওয়া, ২. তাঁদের ওয়াদা ও চুক্তিগুলো কার্যকর করা, ৩. তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা এবং ৪. তাঁদের মাধ্যমে প্রাপ্ত রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের সেবার এই কাজগুলি তোমার দায়িত্বে অবশিষ্ট আছে"(খুতবাতুল ইসলাম, ২০০৮: ২১২)। ইসলামের দৃষ্টিতে মায়ের মৃত্যুর পর খালার সাথে সদাচরণ করা মায়ের সাথে সদাচরণ বলে গণ্য হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "খালা মায়ের সমতুল্য"(ভাগলপুরী, ২০১৬: ৩৭২)। হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, "আমি একটা বড় পাপ করে ফেলেছি। তাওবার কোন সুযোগ আছে কি? নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জানতে চইলেন প্রশ্নকারীর

মা বেঁচে আছে কিনা? তিনি উত্তরে বললেন, না। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, খালা আছে কী? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তাঁর প্রতি ইহসান তথা উত্তম আচরণ করবে"(ভাগলপুরী, ২০১৬:৩৭২)।

হাদিসের আলোকে খালা হলেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত। খালার হক দাদী-নানী ও বোন-ফুফু থেকে অগ্রগন্য। কারণ খালা বোনের সন্তানদের মায়ের মতই স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করে থাকেন।

আজকাল ভোগবাদ ও বস্তুবাদের মোহে আচ্ছন্ন আমাদের সমাজের সন্তানেরা মা-বাবাকে চিনে না। পাশ্চাত্য সমাজে সন্তান পিতাকে জীবনে একবারও দেখেনি। কারণ সে অবিবাহিত মায়ের গর্ভজাত। অনেক সন্তান মাকেও চেনে না। কেননা জন্মের পর মা সন্তানকে ফেলে অন্য পুরুষের হাত ধরে চলে যায়। এভাবে সন্তানেরা আপন মা-বাবাকে খুঁজে পাচ্ছেনা। সেখানে তারা মা-বাবার আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। ইসলামের অনুশাসন মেনে পারিবার গঠন করা হলে পারিবারিক সম্প্রীতির পথ প্রশস্ত হবে।

ভাই-বোনের পারস্পরিক সম্প্রীতি

ভাই-বোন হচ্ছে একই পিতা-মাতার অথবা এক পিতা ও ভিন্ন মাতার সন্তান। ভাই-বোনের মাঝে একই পিতার রক্তের ধারা প্রবাহিত। তাই পিতা-মাতার পর এ জগত সংসারে ভাই-বোনই হচ্ছে সবচেয়ে অপনজন। পরিবারের বড় ভাই-বোনরা যদি ছোট ভাই-বোনদের স্নেহ করে এবং ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করে তাহলে পরিবারের সম্প্রীতি অটুট থাকবে এবং অনেক পারিবারিক সমস্যা সহজে সমাধান হয়ে যাবে। অনেক পারিবারিক সমস্যা সমাধানের অভাবে সহিংসতায় রূপ নেয়। এজন্য ইসলাম ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا "সে আমার দলভূক্ত নয়, যে অমাদের ছোটদের স্নেহ করেনা এবং বড়দের সম্মান করেনা"(সুনানু তিরমিযী: ১৮৪২)। হাদিসের শিক্ষা হলো, বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে অভিভাবকতুল্য। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পরিবারের ভাই-বোনের সম্পর্ক বজায় থাকলে পারিবারিক সম্প্রীতি দৃঢ় হবে। পরিবারের সকল সদস্য দায়িত্বশীল ও আত্মসচেতন হবে। পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের ভাগ-বন্টন নিয়ে ভাই-বোনদের মাঝে সৃষ্ট অসন্তোষ ও ঝগড়া-বিবাদ দূর করার জন্য ইসলামী উত্তরাধীকার আইন সম্প্রীতি রক্ষায় প্রভাবকের ভূমিকা রাখে। ইসলামী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে ভাই-বোনদের মাঝে পারিবারিক সম্প্রীতি বিরাজ করবে।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্প্রীতি

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বসবাসে অব্যস্ত নয়। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জরিত। আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসা নিয়েই মানুষ এ পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকে। আর আত্মীয়তার সমাপ্রীতি বজায় না থাকলে জীবন হয়ে যায় নিরস, আনন্দহীন, একাকী ও বিচ্ছিন্ন। তাই পার্থিব জীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ বন্ধন ছিন্ন করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ তা'আলা এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন" (সূরা মুহাম্মদ: ২২-২৩)। তিনি পবিত্র কুরআনে আরো বলেন, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ "যারা আল্লাহ তা'আলাকে দেয়া দৃঢ় অঙ্গিকার ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের জন্য রয়েছে লা'নত ও অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস"(সূরা আর-রাদ: ২৫)।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ "আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"(সহীহুল

বুখারীঃ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম: ২৫৫৬)। তিনি আরো বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে"(সহীহুল বুখারী: ৬১৩৮)। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন, صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো, যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান কর এবং যালিমের পাশ কেটে যাও অর্থাৎ তাকে ক্ষমা কর"(মুসনাদু আহমদ: ১৬৬৯৬)। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর রিযিক ও বয়স বৃদ্ধি পায়। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযিক ও বয়স বৃদ্ধি পাক সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে" (বুখারী: ২০৬৭, ৫৯৮৫-৫৯৮৬; মুসলিম: ২৫৫৭)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা আত্মীয়-স¦জনের প্রতি সম্প্রীতি প্রদর্শনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। তাই আমাদের পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষায় আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, আর্থিক সাহায্য প্রদান, কুশল বিনিময় ও উপঢৌকন প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যিক (হেমায়েত উদ্দিন,২০১২ : ৬০৮)। মনোমালিন্য হলে আত্মীয়-স্বজনের সাথে তিন দিনের বেশি সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা ইসলাম সমর্থন করে না। এ বিষয়ে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন মুসলিমের জন্য তিন দিনের বেশি তার ভাইয়ের সাথে কথা বন্ধ রাখা বৈধ নয়" (সহীহ মুসলিম: ২৫৬০)। সুতরাং আত্মীয় ও প্রতিবেশী তথা সমাজের সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের শিক্ষা।

ইসলামি ও পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক সম্প্রীতি

মানব জীবনের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। আর পরিবার হচ্ছে সমাজের অংশ। সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। তেমনি পরিবার ছাড়াও সমাজ অকল্পনীয়। এভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সম্প্রীতির আবহ ছড়িয়ে পড়বে। এজন্য ইসলাম পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। পরিবারের সকল সদস্যের পারস্পরিক অধিকার ইসলামে এত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে যে, ্এর তুলনা পৃথিবীর কোনো জীবন দর্শনে খুঁজে পাওয়া ভার। ইসলাম পারিবারিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীতে স্বর্গীয় পরিবেশ উপহার দিতে চায়।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জগতের ভোগবাদী বুর্জোয়া সমাজে পারিবারিক সম্প্রীতি তো দূরের কথা পরিবার প্রথাও বিলুপ্তির পথে। সেখানে কেবল স্বামী-স্ত্রীর একাকীত্ব পরিবারই টিকে আছে। এভাবে অমিত্বের বিষবাষ্পে জর্জরিত হয়ে সেখানে পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই পরিবারের সংজ্ঞাই পরিবর্তন হয়ে যাবে। সমকামিতার পরিবার বলে একটি নতুন পরিবারের উদ্ভব হবে। এর প্রদুর্ভাবে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় পরিবারের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেছে। অধুনা ইউরোপবাসী নারীদের থেকে বিমুখ থাকে, এমনকি গর্ভধারিণী মায়ের সাথে ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করতেও তাদের বিবেকে বাঁধে না। মা নাড়ীর ধন সন্তানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে চাইলেও মুক্ত-স্বাধীন সন্তান মায়ের আহবানে সাড়া না দিয়ে পিছু হটে (নদভী,২০১২ : ৪০)। এ সভ্যতা সন্তানের কাছ থেকে বাবা-মাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আধুনিক ডে-কেয়ারে শিশুরা প্রতিপালিত হওয়ায় দীর্ঘ সময় মা-বাবার স্নেহের পরশ বঞ্চিত হয়ে তারা বেড়ে উঠে। ফলে মা-বাবা ও সন্তানের আত্মিক বন্ধন আলগা হয়ে যাচ্ছে। এমন সন্তানদের মাঝে মানসিক অশান্তি, অপরাধ প্রবণতা এমনকি আত্মহননের মত জঘন্য অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকাতে ২০০৩-২০০৪ সাল পর্যন্ত ১০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে ৭৬%। অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৪ সালে ১৫-১৯ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের আত্যহত্যার পরিমান বেড়েছে যথাক্রমে ৩২.৩% ও ৯% (নূরুল ইসলাম, ২০১৬ : ৭২)। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকুরিজিবি হওয়ায় এবং উভয়ের কাজের সময়ের ভিন্নতা থাকায় সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছাড়া উভয়ে জৈবিক চাহিদা পূরণে মিলিত হওয়ার সুযোগ নেই। এ

পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া, সন্তানদের সাথে ¯েœহের পরশমাখা সময় ব্যয় করা ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালোবাসার বিনিময় সদূরপরাহত। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালোবসার বন্ধন সুদৃঢ় না হওয়ায় তুচ্ছ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে (ড. আমীর, ২০০৫ : ২৪১)। ১৯৭৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদের শতকরা হার ৪৮ (দৈনিক ইনকিলাব, ৮ জুলাই, ২০০৮, পৃ. ১৪)। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌনাচারের ফলে পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৯০ সালে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৯৭৯-৮৭ সাল পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে ব্রিটেনে চার লক্ষ পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান জন্মগ্রহণ করে (সালাহুদ্দিন, ১৯৯৭ : ৩৩৪)। উপরোক্ত কারণে পাশ্চাত্যে পারিবারিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে। ইসলাম যেভাবে পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষার নির্দেশনা দেয় সে অনুযায়ী পরিবার গঠন ও সম্প্রীতি বজায় রাখলে সম্প্রীতিবান্ধব, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রেম-ভালবাসায় টইটুম্বুর একটি পরিবারে মানুষ বসবাস করতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি। সমাজের সমষ্টিই হল রাষ্ট্র। এ কারণে ইসলাম পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে খুবই গুরুত¦ দিয়ে থাকে। দেহের মধ্যে হার্ট বা কলবের স্থান যেমন, ইসলামে পরিবারের স্থান তেমন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “শরীরের মধ্যে এমন একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে। যদি তা সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে তাহলে গোটা শরীর সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে। আর যদি তা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সমস্ত শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর ঐ গোশত পিণ্ডটি হচ্ছে কলব বা অন্তর”(বুখারী, হা.-৫২)। সুতরাং পরিবার যদি সম্প্রীতিবান্ধব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় তাহলে সমাজ এবং রাষ্ট্রও শান্তি-সুখে ভরে উঠবে। যখন পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, তখনই তো অনুভূত হবে সুখ আর প্রশান্তি। বর্তমান সমাজে বিরাজমান পারিবারিক অশান্তি মোকাবেলায় ইসলামের বিশ্বজনীন পারিবারিক সম্প্রীতির যে দর্শন তা অনুসরণ সমাজের সকল মানুষের জন্য অনস্বিকার্য।

গ্রন্থপঞ্জি:

[১] আবুল হাসান মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ (তা.বি.), আস্ সহীহ, খ. ৫। দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[২] আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি (১৪২২ হি.), আল জামি’ আস সহীহ, খ. ৯। দারু ত্বাউকিন নাজাহ, দামেশক।

[৩] আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবনু মাজাহ (তা.বি.), সুনানু ইবনে মাজাহ, খ. ২। দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া, কায়রো।

[৪] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস (তা.বি.), সুনান আবু দাউদ, খ. ৪। আল মাকতাবাতুল আছরিয়াহ, বৈরুত।

[৫] আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাম্বল (২০০১), মুসনাদ, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

[৬] ড. মুসতফা আল-খিন ও ড. মুসতফা আল-বুগা (১৯৯৬), আল-ফিকহুল মানহাজী, খ. ২ । দারুল কলম, দামেশক।

[৭] মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন (২০১২), ফিকহুন নিছা। মাকতাবাতুল আবরার, ঢাকা।

[৮] নূরুল ইসলাম (২০১৬), ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন । বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

[৯] ড. আমীর অবদুল আযীয (২০০৫), নিযামুল ইসলাম। দারু ইবনিল জাওযী, কায়রো।

[১০] সালাহুদ্দিন মাকবুল অহমদ (১৯৯৭), আল-মারআতু বায়না হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ই’লাম। দারু ইলাফ, কুয়েত।

[১১] অধ্যাপক প্রমোদ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক মতিলাল মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মৃন্ময় বসু (১৯৮৬), সমাজদর্শন । ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯।

[১২] খ. ম. আমিনুল ইসলাম (২০০৫), সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা। আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

[১৩] ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০৭), সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি। হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

[১৪] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল (২০১১), ইসলামে সামাজিকব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ। মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা।

[১৫] আধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (২০১৬), মু’মিনের পারিবারিক জীবন। জিনিয়াস পাবলিশার, ঢাকা।

[১৬] প্রকৌশলী রফিক আহমদ চৌধুরী (২০১৭), খুতবাতুল হারামাইনিশ শরীফাইন (সংকলন)। গাজী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

[১৭] আল্লামা ইরশাদ কাসেমী ভাগলপুরী (২০১৬), ফাযায়েলে আখলাক (অনূদিত), আল ইরফান পাবলিকেশনস, ঢাকা।

[১৮] ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর (২০০৮), খুতবাতুল ইসলাম। আসসুন্নাহ পাবলিকেশনস, ঝিনাইদহ।

[১৯] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (২০১২), বিধ্বস্ত মানবতা। মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা।

[২০] দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৮ জুলাই